



FAIZANE YASEEN SHARIF



ফায়জানে ইয়াসিন শরীফ

অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের দোআ সম্বলিত



মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে ইয়াসিন শরীফ

অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের দোআ সম্বলিত

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদে পাক লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।”

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সূরা ইয়াসিন শরীফের ফযীলত

﴿٥﴾ হযরত সাযিয়দুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয়,

যে ব্যক্তি এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য তিলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৭ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৩২২)

﴿২﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত;

রাসূলে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার জন্য দশবার কুরআনে পাক পাঠ করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৯৬)

﴿৬﴾ হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে

বর্ণিত; উম্মতের কাভারী, গুনাহগার উম্মতদের সুপারিশকারী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার ইচ্ছা যে সূরা ইয়াসীন আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে যেন থাকে।” (ইত্তেহাফুল খায়রাতুল মুহিররাহ, ৮ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৮৬৮)

﴿৪﴾ হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর

রাসূল, রাসূলে মাকবূল, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সর্বদা প্রত্যেক রাতে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে রইল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, তবে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করল।”

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭০১৮)

﴿৫﴾ হযরত সাযিয়্যদুনা আতা ইবনে আবু রাবাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দিনের প্রারম্ভে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার হাজত পূরণ করে দেয়া হবে।” (সূনানে দারেমী, ২য় খন্ড ৫৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৮)

﴿৬﴾ হযরত সাযিয়্যদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে দিনের সহজতা প্রদান করা হবে, আর যে ব্যক্তি রাতের প্রারম্ভে তিলাওয়াত করবে তাকে সকাল পর্যন্ত সে রাতের সহজতা প্রদান করা হবে।”

(সূনানে দারেমী, ২য় খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৯)

﴿৭﴾ হযরত সাযিয়্যদুনা জাবির বিন সামূরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: “নবী করীম, রাউফুর রাহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করতেন।” (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯০৩)

﴿৮﴾ হযরত সাযিয়্যদুনা আবু ক্বিলাবা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ‘যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময় তিলাওয়াত করবে, সে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। যে পথহারা অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, সে পথের দিশা পাবে। যে হারানো বস্তুর জন্য তিলাওয়াত করবে, সে তা পেয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় খাবার কম হওয়ার আশংকা অবস্থায় তিলাওয়াত করে, ঐ খাবার তার জন্য

যথেষ্ট হবে। যে ব্যক্তি কোন মৃত্যুপথযাত্রী লোকের নিকট তিলাওয়াত করবে, তার উপর (মৃত্যু যন্ত্রনা) সহজ করা হবে। যে ব্যক্তি এমন মহিলার পাশে তিলাওয়াত করল, যার সন্তান প্রসবে কষ্ট হচ্ছে, তার (প্রসব কষ্ট) সহজ করা হবে। এছাড়া যে এটার তিলাওয়াত করল, সে যেন এগারবার কুরআনে পাক তিলাওয়াত করল এবং প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে কুরআনে পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন।, (শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৭)

﴿১﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আপন অন্তরে কঠোরতা অনুভব করবে, তবে সে একটি পাত্রে যা'ফরান দ্বারা

يَسِّ لِيَسَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

অতঃপর তা পান করে (إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ) তার অন্তর নরম হয়ে যাবে।
(শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৮)

﴿১০﴾ হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন রাতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২য় খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫৯)

সূরা ইয়াসীন

আয়াত ৮৩

সূরা ইয়াসিন

রুকু ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَس ۝١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ

الرُّسُلِ ۝٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٤

تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝٥ لِتُنذِرَ قَوْمًا

مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝٦ لَقَدْ

حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٧

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَمَا إِلَىٰ

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْ

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩ وَسَوَاءٌ

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ⑩ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَفْوَةٍ

وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۖ وَكُلَّ

شَيْءٍ ؕ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫ وَ

أَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ

جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑬ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ

اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ⑭ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۗ

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا سَكْدِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا
 إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا
 الْبَلَدَ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ
 لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَسَّيَنَّ لَنَا
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴿١٩﴾ أَيْنِ
 ذُكِّرْتُمْ ﴿٢٠﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٢١﴾ وَجَاءَ
 مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ
 يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْبُرْسُلِينَ ﴿٢٢﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا
 يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّسْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا لِي
 لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾
 أَمْ آتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ

بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

يُقَدُّونَ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ

ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَّتَ قَوْمِي

يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ يَا عَفْرَىٰ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ

بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

فَإِذَا هُمْ خِدُودًا ﴿٢٩﴾ يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ۗ

مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ

مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَ
 إِنَّ كُلًّا لَّلسَّاجِدِ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ
 لَهُمُ الْآرْضُ الَّتِي بَدَلْنَا لَهَا آيَاتِنَا أَنْ نَبْدُهَا
 وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَاذْكُرُونَا ۖ فَسَدِّقُوا
 لَكُمْ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَضِرًا نَّخِيلًا وَأَعْنَابًا
 وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ لِيَأْكُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ
 الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
 الْآرْضُ وَمِمَّنْ أُنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
 وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسُدُّ مِنْهَا النُّجُومَ
 فَتَارِكَةٌ لَّهُمْ سُلَّامٌ ۖ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 مُسَبِّحُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ
 لَّهَا ۖ

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ

قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ

الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ

تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿٤٠﴾ وَ

كُلٌّ فِيْ فَلَكَ يَسْبَحُوْنَ ﴿٤١﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ اَنْ اَحْمَلْنَا

ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَسْحُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ

مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَ اِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ

فَلَا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ اِلَّا

رَاحَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٤٥﴾ وَ اِذَا

قِيْلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ

مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ^{٣٧} إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ

الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا

يَوْمَئِذٍ مِّنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا^{٤٢} هَذَا مَا

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَبِيحٌ

لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ

شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِ آيِكٍ

مُتَكَبِّرُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا

يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَاحِيمٍ ﴿٥٨﴾

وَأَمَّا زُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْجُرْمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ

أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ

اعْبُدُونِي ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ

أَضَلَّ مِنْكُمْ جِجْلًا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا

تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ

تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ

نَشَاءُ لَسَخَّخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعِذْهُ نُكْسِئْهُ

فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

السَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّ

قُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَّ

يَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا

فَهُمْ لَهَا مُلْكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فِئْتَهَا

رَاكِبُهُمْ وَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا

مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا

مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يَبْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا

يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

فَلَا يَحْرُكُكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا

مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ

هِيَ رَامِيمٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ

مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٥٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ق وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا

أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿٥٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٣﴾ ع

মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামায

আওয়ালিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ السَّلَام এর অনুসৃত কর্মসমূহে এটাও রয়েছে যে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ের পর ৬ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দু'রাকাতের পূর্বে এ নিয়ত অন্তরে রাখবেন যে, হে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাত নামাযের বরকতে আমাকে মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান করুন। এর পরের দু'রাকাতে এ নিয়ত করুন যে, হে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাত নামাযের বারাকতে আমাকে বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ রাখুন। সর্বশেষ দু'রাকাতের জন্য এ নিয়ত করুন, হে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ! এ দু'রাকাতের বরকতে আমাকে আপনি ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী করবেন না। এই ৬ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়তে পারেন। উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা। প্রত্যেক ২ রাকাত পর ২১ বার সূরা ইখলাছ অথবা সূরা ইয়াসিন শরীফ ১ বার পাঠ করবেন। যদি সম্ভব হয় উভয়টিই পাঠ করুন। এমনও করতে পারেন যে, একজন ইসলামী ভাই উচ্চ স্বরে ইয়াসিন শরীফ পাঠ করবে আর অন্যরা নিশ্চুপ থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এ সময় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন যে, অন্য কেউ যেন মুখে ইয়াসিন শরীফ কিংবা অন্য কোন কিছুও পাঠ না করে। এ মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখুন! যখন কুরআন করীম উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, তখন যে লোকেরা শ্রবন করার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্য ফরযে আইন হচ্ছে নিশ্চুপ হয়ে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে। প্রত্যেক বার ইয়াসিন শরীফের পর অর্ধ শাবানের দোআও পাঠ করে নিন।

অর্থ শাবানের দোআ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْبَنِّ وَلَا يُبْنُ عَلَيْهِ ط يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

يَا ذَا الطُّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ط ظَهَرُ اللَّاجِينَ ط

وَجَارُ الْبُسْتَجِيرِينَ ط وَأَمَانُ الْخَائِفِينَ ط اللَّهُمَّ إِنْ

كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا

أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًّا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَا مَحُ اللَّهُمَّ

بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطُرْدِي وَاقْتِتَارَ رِزْقِي ط

وَإِثْبَتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرزُوقًا مُوَفَّقًا

لِلْخَيْرَاتِ ط فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ

الْمُنزَّلِ ط عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ط ﴿يَسْحُوا لِلَّهِ مَا

يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ط وَعِنْدَهُ أُمَّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ إِلَهِي

بِالتَّجَلَّى الْأَعْظَمِ ط فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ
 الْبُكْرَمِ ط الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ أَنْ
 تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ ط
 وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ط وَصَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ ط
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

অনুবাদ:- হে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ**! হে ইহসানকারী! যাঁর উপর ইহসান করা যায়না। হে মহান শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয় ও ভীত গ্রন্থদের নিরাপত্তা দাতা। হে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ**! যদি তুমি আমাকে তোমার নিকট লওহে মাহ্ফুযে হতভাগ্য, বঞ্চিত, বিতাড়িত ও জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা অবস্থা লিখে থাকো, তবে হে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ**! আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চিত, অপদস্ততা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দিন এবং আপনার নিকট লওহে মাহ্ফুযে আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকা প্রাপ্ত ও সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হিসাবে লিখে দিন। কারণ তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত নবী **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পবিত্র মুখে বলেছে আর তোমার এই বলাটা সত্য।

“কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।” (পারা ১৩, সূরা- রাদ, আয়াত- ৩৯) হে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ**! তাজ্জল্লিয়ে আযমের ওয়াসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের (১৫তম) রাতে রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কর্ম ও স্থির করে দেয়া হয়। (হে আল্লাহ **عَزَّوَجَلَّ**!) মুসীবত সমূহ আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সরদার মুহাম্মদ **صَلَّى اللهُ** বংশধর, **عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর উপর ও তাঁর **عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** বংশধর, সাহাবাগণ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য।

শুমাতাতের সংজ্ঞা

অন্যের কষ্ট এবং বিপদে আনন্দ প্রকাশ করাকে শুমাতাত বলে।

(হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া, ১ম খন্ড, ৬৩১ পৃষ্ঠা)

চুগলির সংজ্ঞা

কারো কথা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট বলে দেওয়াকে চুগলি

বলে। (উমদাতুল কুরী, ২য় খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীসের টিকা ২১৬)

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লিখক	প্রকাশনা
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত্ তিরমিযী, ইন্তিকাল ২৭৯হিঃ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ইন্তিকাল ২৪১হিঃ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
শুআবুল ঈমান	ইমাম আবু আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি বাইহাকি, ইন্তিকাল ৪৫৮হিঃ	দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
আল মুজামুল আওসাত	ইমাম আবু কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানি, ইন্তিকাল ৩৬০হিঃ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২০ হিঃ
সুনানে দারেমি	ইমাম হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমি, ইন্তিকাল ২৫৫হিঃ	দারুল কিতাব আরবি, বৈরুত ১৪০৭হিঃ
হিলইয়াতুল আউলিয়া	হাফেজ আবু নাসিম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল ইস্পাহানি শাফেয়ী, ইন্তিকাল ৪৩০হিঃ	দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯হিঃ
ইত্তিহাফুল খায়রাতিল মুহিররা	ইমাম আহমদ বিন আবু বকর আল বুছরি, ইন্তিকাল ৮৪০হিঃ	মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ, ১৪১৯হিঃ
ওমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ইন্তিকাল ৮৫৫হিঃ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ

শিকওয়া (অভিযোগ) এর সংজ্ঞা

বিপদের সময় হা-হতাশ করা এবং ধৈর্যের দামান হাত থেকে ছেড়ে
দেওয়াকে শিকওয়া বলা হয়।

(হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সুন্নাতের বাহার

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَدْرُوحِينَ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিকরে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مَدْرُوحَةٌ** এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **“আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”** **إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مَدْرُوحَةٌ** নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। **إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مَدْرُوحَةٌ**



ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, শীলকামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

مكتبة المدينة
(مكتبة إسلامي)